# নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কমিটি ঘিরে ফেসবুকে সরব সংগঠনটির নেতাকর্মীরা

মোহন খোন্দকার, জবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ২২:০৮, ৬ অক্টোবর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসনের বহিষ্কারাদেশকে তোয়াক্কা না করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখনো সক্রিয় নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ।

আজ সোমবার (৬ অক্টোবর, ২০২৫) তাদের পূর্বঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুকে নিজেদের বহিষ্কার করা হোক মর্মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জবি প্রশাসনের নিকট আত্মবিবৃতি প্রদান করেন অনেকে।

এ সম্পর্কে আল-আমিন হাওলাদার লেখেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ।'

ইমরুল কায়েস শিশির লেখেন, 'এই পরিচয় জগন্নাথ ছাত্রলীগের প্রত্যেক নেতা কর্মীর রক্ত দিয়ে কেনা। কেউ অস্বীকার করবে না। তোমাদের মব বাহিনী জীবন নিয়ে নিচ্ছে তাতে কেউ শঙ্কিত না আর বহিষ্কার। আর এত টেনশন কেন ক্যাম্পাসে তো এমনিতেই যাইতে দাও না।'

মেহেদী হাসান লেখেন, 'প্রশাসনের এই উদ্যোগকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত প্রশংসনীয় মনে করি। কারণ, বহিষ্কারাদেশ ছাড়াই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের

শত শত নেতাকর্মী প্রশাসনের রাজনৈতিক মনোভাবের কারণে ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। আমার ব্যক্তিগত মত, বিষয়টি এখন অফিসিয়াল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যারা রাজনীতি করছি, আমরা আমাদের শিক্ষা, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও বিসর্জন দিয়েছি। একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের আসলে আর হারানোর মতো কিছুই নেই।'

ইকবাল মাহমুদ রানা লেখেন, 'ঠিক আছে। ছিড়ে আটি বেঁধে দেওয়ার অনুরোধ রইল।'

এ সম্পর্কে জবি পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহীন আলম জবি উপাচার্য বরাবর রাত সাড়ে ৭টার দিকে একটি ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'মাননীয় মহোদয়, সশ্রদ্ধ নিবেদন এই যে, আমি শাহীন আলম, সাধারণ সম্পাদক, পরিসংখ্যান বিভাগ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি একটা নিউজে দেখলাম ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততা পেলে বহিষ্কার করা হবে। আমি ক্লিয়ার করতে চাই যে আমাদের বিভাগের যেসব শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র আমিই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম এবং এখনো সেটা চলমান আছে বরং আরও বেশি যেটা আমার অনলাইন এক্টিভিটিস দেখলে বুঝবেন।

অন্যান্য যারা পূর্বে জড়িত ছিলেন, তারা হয় অনেক আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, নয়তো পরিচয় পাল্টে মিশে গেছেন। অতএব, এ বিষয়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বিবেচিত হয়, তবে অনুগ্রহপূর্বক তা একমাত্র আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।'

তিনি আরো লেখেন, 'আমি আমার দায় স্বীকার করছি এবং অন্য কাউকে যেনো এই বিষয়ে জড়িত করে হয়রানি না করা হয় সেটার জন্য অনুরোধ করছি।'

ইব্রাহিম ফরেজী লেখেন, 'ছাত্রলীগ করার কারণে যদি বহিস্কার করা হয়, তাহলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলে দিও। সভাপতি হিসেবে প্রথম বহিষ্কার যাতে আমাকে করা হয়।'

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অনেকের ছাত্রত্ব আছে, আবার অনেকের নেই। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কমিটি এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী যদি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যথাযথ প্রমাণ পেলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের বহিষ্কার করা হোক বলে সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আত্মবিবৃতি দেন।